ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1355-136২
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.356

ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ: ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ— একটি সমীক্ষা

সৌরভ মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Nyāya philosophy, the system of logic and reasoning, gives great importance to inference (anumāna) as a source of knowledge. Inference is knowledge that comes from a sign (liṅga) based on prior experience. In this context, an important question arises about the karaṇa (instrument) of inferential knowledge (anumiti). The main issue is whether vyāpti-jñāna or parāmarśa should be accepted as the true karaṇa.

Nyāya philosophy clearly distinguishes between kāraṇa (cause) and karaṇa (instrument). Some philosophers accept parāmarśa as the karaṇa, while Navya-Nyāya thinkers like Gaṅgeśa and Viśvanātha consider vyāpti-jñāna as the real karaṇa and parāmarśa as a process.

From this discussion, it can be said that both are important, but vyāpti-jñāna is more acceptable as the true karaṇa of inference.

Keywords: Nyāya Philosophy, Inference, Anumiti, Karaṇa, Vyāpti, Parāmarśa

বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি সম্প্রদায় ভাগ করা হয়। আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় হল ন্যায় দর্শন। মহর্ষি গৌতম মুনি হলেন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'অক্ষপাদ' নামেও পরিচিত ছিলেন। এইজন্য মাধবাচার্য তাঁর "সর্বদর্শনসংগ্রহ" গ্রন্থে ন্যায় দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন বলেছেন। এছাড়াও ন্যায় দর্শনকে আন্বিক্ষীকী বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, সর্বশাস্ত্রপ্রদীপও বলা হয়। মহর্ষি গৌতম রচিত 'ন্যায় সূত্র'ই হল ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থ। মহর্ষি গৌতমের এই ন্যায়সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ, যেমন বাৎসায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্যটীকা, উদয়নের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্যটীকাপরিশুদ্ধি রচিত হয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের, তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদ, অন্নংভট্টের তর্কসংগ্রহ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ন্যায় মতে জ্ঞান দুই প্রকার স্মৃতি ও অনুভব। এই অনুভব আবার দুই প্রকার যথার্থ অনুভব বা প্রমা এবং অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। ন্যায় মতে যথার্থ অনুভব বা প্রমা চার প্রকার। ১) প্রত্যক্ষ ২) অনুমতি ৩) উপমিতি ও ৪) শাব্দবোধ।প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। তাই চার প্রকার করণ প্রমাণও চার প্রকার(প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ) তারমধ্যে অনুমান হল অন্যতম।

মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্রে' বলেছেন- "অথ তৎ পূর্বকমনুমানম্"[১] অর্থাৎ মহর্ষি 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে কোনো প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান প্রমান বললে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দবোধ ও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- "লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ দর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ"[২] অর্থাৎ 'তৎপূর্বকং' এই পদের দ্বারা লিঙ্গ (হেতু) ও লিঙ্গীর (সাধ্যের) সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, লিঙ্গের প্রত্যক্ষ এবং সেই সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই লিঙ্গের স্মরণরূপ জ্ঞানকে বোঝায়। অনুমানের হেতুকে বলে লিঙ্গ এবং লিঙ্গের দ্বারা যে পদার্থের অনুমিতি হয়, সেই অনুমেয় পদার্থেকে বলে লিঙ্গী। হেতু (লিঙ্গ) ও সাধ্যে ধর্মের (লিঙ্গী) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হলে সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্মের অনুমিতি হয়ে থাকে। তাই অনুমান হল লিঙ্গ-লিঙ্গীপূর্বক জ্ঞান।[৩]

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট অনুমানের লক্ষণ দিয়েছেন "অনুমিতি করণম্ অনুমানম্"[৪] অর্থাৎ অনুমিতি জ্ঞানের করণকে অনুমান বলে। পরামর্শ হল অনুমিতির করণ। তাই পরামর্শই হল অনুমান প্রমাণ।
ন্যায় দর্শনে কারণ (kārana) এবং করণ (karaṇa) এই দুটি ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। ন্যায় মতে কারণ দুই প্রকার সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ কারণগুলি ভিন্ন কোন কার্যের প্রতি অন্য কারণ গুলি হল অসাধারণ কারণ। এই অসাধারণ কারনকেই নৈয়ায়িকগণ করণ বলেছেন।

এই প্রেক্ষিতে ন্যায় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক দেখা যায়— অনুমিতি জ্ঞানের করণ আসলে কী। কিছু দার্শনিক মনে করেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ, আবার অন্যদের মতে পরামর্শই অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ।এই প্রবন্ধে ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ সম্পর্কিত এই দার্শনিক সমস্যাটি আলোচনা করা হবে এবং বিশেষভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখা হবে যে অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ হিসেবে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

ন্যায় দর্শনে করণের ধারণা:

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট বলেছেন- "অসাধারণং কারণং করণম্"[৫]। ন্যায়দর্শনে কারণকে সাধারণ ও অসাধারণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঈশ্বর, তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল এবং প্রাগভাব—এই আটটি সর্বকার্যে বর্তমান থাকায় এগুলো সাধারণ কারণ; আর এগুলির অতিরিক্ত যে বিশেষ কারণগুলি নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তিতে প্রয়োজনীয়, সেগুলোই অসাধারণ কারণ। তবে কেবল "অসাধারণ কারণ" বললে অতিব্যাপ্তির দোষ দেখা দেয়, কারণ এতে মৃত্তিকা, সূত্র, কুম্ভকার প্রভৃতিও করণ হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। এই ত্রুটি দূর করতে নব্যন্যায়ে করণের সংজ্ঞায় "ব্যাপারবৎ" পদ সংযোজন করা হয় এবং বলা হয়—"ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্".[৬] অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণ ব্যাপারের মাধ্যমে কার্য উৎপন্ন করে, সেটিই প্রকৃত করণ। এখানে ব্যাপার বলতে বোঝায়— "তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্য জনকো ব্যাপারঃ"[৭]; অর্থাৎ যা কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে কার্য উৎপাদনে সহায়ক হয়। যেমন ঘট উৎপত্তির ক্ষেত্রে দণ্ড ও চক্র কপালদ্বয়সংযোগ নামক ব্যাপারের মাধ্যমে ঘট সৃষ্টি করে, তাই এগুলো করণ হিসেবে স্বীকৃত।
প্রাচীন মতে করণ হল কার্যের অন্তিম বা অব্যবহিত কারণ— "ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্"[৮], অর্থাৎ যে কারণের ঠিক পরেই কার্য উৎপন্ন হয়, সেটিই করণ।

এই প্রেক্ষিতে অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে— অনুমিতি জ্ঞানের করণ আসলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ন্যায় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতি জ্ঞানের করণ, আবার অন্যদের মতে পরামর্শই অনুমিতি জ্ঞানের প্রকৃত করণ। এই মতভেদ থেকেই ন্যায় দর্শনে করণ সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধারণা:

প্রাচীন ও নব্যনৈয়ায়িকরা নানাভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন। সাধারণভাবে ব্যাপ্তিকে নিয়ত সাহচর্য নিয়ম বলা হয়। এই নিয়মত সাহচর্য হল, হেতুর সঙ্গে সাধ্যের সাহচর্য। শর্তশূন্য বা অনৌপাধিক নিয়ত সাহচার্যকেই ব্যাপ্তি বলে। যেমন বহ্নির সঙ্গে ধূমের সাহচার্য অনৌপাধিক সাসহচর্য। তাই ধূম ও বহ্নির সাহচার্য হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্য–ব্যাপক সম্পর্কও বলা হয়।[৯]

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্য নিয়েমো ব্যাপ্তিঃ"[১০] অর্থাৎ 'যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি'- এই প্রকার ধূমের সঙ্গে অগ্নির যে সাহচর্য নিয়ম তাই হল ব্যাপ্তি। অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় বলেছেন "যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ" এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যাপ্তির আকার কে বুঝতে হবে। "সাহচর্য নিয়মঃ" এইটুকুই ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে অন্নংভট্ট 'ধূম' শব্দের দ্বারা অনুমানের হেতুকে বুঝিয়েছেন এবং 'অগ্নি' শব্দের দ্বারা সাধ্যকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং- 'যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ' এ কথার অর্থ হল যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য হেতু ও সাধ্যের এই সাহচার্য নিয়মই হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাহচার' শব্দটির অর্থ হল সমানাধিকরণ বা একই অধিকরণ। দুটি বস্তু যখন সর্বদা একই অধিকরণে থাকে তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হল সমানাধিকরণ সম্পর্ক। এবং 'নিয়ম' শব্দটির দ্বারা ব্যতিক্রমহীনতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যা নিয়ত ঘটে, কখনো যার অন্যথা হয় না, তাই নিয়ম। সুতরাং 'সাহচার্য নিয়ম' কথাটির অর্থ হল ব্যতিক্রমহীন সমনাধিকরণ। অর্থাৎ দুটি বিষয় যদি ব্যতিক্রমহীন ভাবে সর্বদা একই সঙ্গে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ওই দুটি বিষয়ের মধ্যেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেমন ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ।[১১]

'সাহচর্য নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ'-ব্যাপ্তির এই লক্ষণস্থিত নিয়ম শব্দের অর্থ ব্যাপকত্ব হতে পারে। অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় 'নিয়ম' শব্দের এরূপ অর্থ করে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন- "হেতু সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাব-অপ্রতিযোগী-সাধ্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"।[১২] অর্থাৎ ব্যাপ্তি হল হেতু ও সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য, যে সাধ্য হেতুর অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। 'পর্বতঃ বহ্নিমান ধুমাৎ' এটি একটি সৎ হেতুক অনুমান, এটিতে লক্ষণ সমন্বয় করে বিষয়টি বোঝানো গেল। এখানে পক্ষ- পর্বত, সাধ্য- বহ্নি, এবং হেতু-ধূম। ধুম ও হেতুর অধিকরণ রান্নাঘর, যজ্ঞশালা, প্রভৃতি স্থানে ঘট, পট ইত্যাদি অনেক কিছুর অত্যন্তাভাব আছে, কিন্তু বহ্নির অত্যন্তাভাব নাই। সুতরাং বহ্নি হেতুর অধিকরণস্থ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘট , পট হতে ভিন্ন। তাই বহ্নি ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী। সুতরাং এই অনুমানে বহ্নি সাধ্য ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় ব্যাপ্তির লক্ষণটি সৎ-হেতক অনুমানস্থলে সমন্বয় হল। সুতরাং লক্ষণটিতে আর কোন দোষ রইল না।[১৩]

আবার অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তাঁর 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে একই ধারণাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-"অথবা হেতুমন-নিষ্ঠ-বিরহ-অপ্রতিযোগিনা। সাধ্যেন হেতোঃ ঐকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ উচ্যতে।।[১৪] " অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে আছে যে বিরহ অর্থাৎ অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর যে একাধিকরণতা, তাই ব্যাপ্তি।

পরামর্শের ধারণা:

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থে অনুমিতি জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ"[১৫] অর্থাৎ পরামর্শ হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অনুমিতি। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। প্রথমে পক্ষ ধর্মতা জ্ঞান অর্থাৎ পক্ষে হেতুর জ্ঞান পরে ব্যাপ্তিস্মরণ, অনন্তর পরামর্শ হলে অনুমিতি হয়। আগের প্যারাতে ব্যাপ্তির স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। এখন পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথমে পাকশালা, যজ্ঞশালা , প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচার্য জ্ঞান হলে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হয়। এই প্রাথমিক ধূম জ্ঞানই পরবর্তী অনুমিতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে প্রথম ধূম দর্শন বা প্রথম লিঙ্গ দর্শন রূপে স্বীকৃত হয়। এই রূপ ব্যাপ্তি জ্ঞানের পর কোন ব্যক্তি যদি দূর থেকে পর্বতে ধূম দেখে, তাহলে তার 'পর্বত ধূমবিশিষ্ট' এরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞান হয়। এই ধূম দর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন। এরপর ব্যাপ্তি বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য' এরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। তারপর "বহ্নিব্যাপ্য ধুমবান অয়ং পর্বতঃ" এরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয়। এই পরামর্শ জ্ঞানস্থলেই ধূম বা লিঙ্গের তৃতীয়বার দর্শন হয়। এইজন্যই পরামর্শকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয়।[১৬]

এই পরামর্শ জ্ঞানের পরক্ষণেই ‘পর্বতঃ বহ্নিমান’ এরূপ অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন,
যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে।
পর্বতে ধূম আছে।
অতএব, পর্বতে বহ্নি আছে।

এই অনুমানটিতে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-বহ্নি, হেতু-ধূম। ‘যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে’ এরূপ নিয়ম হলো ব্যাপ্তি (পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এই ধূম অর্থাৎ হেতুটিকে বহ্নি বা সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ঐ হেতু পর্বতে আছে অর্থাৎ পক্ষে আছে। এই অনুমানটি করার পূর্বে আমাদের নিশ্চয় হয় যে, আলোচ্য পর্বতটিতে যে ধূম আছে, তা বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্য। এই জ্ঞানই হলো ‘ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান’ অর্থাৎ পরামর্শ।

অনুমিতি জ্ঞানের করণ: ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শজ্ঞান?

এই প্রবন্ধে করণের ধারণা দিতে গিয়ে আমরা করণের দুটি সংজ্ঞা লক্ষ্য করেছি। একটি হল প্রাচীন ন্যায় মতে করণের ধারণা, যেখানে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ করণের সংজ্ঞায় বলেছেন- ‘ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্’। আবার অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িকগণের করণের সংজ্ঞায় দেখেছি তারা বলেছেন, ‘ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্’।

করণের এই দুটি লক্ষণ মাথায় রেখেই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনা করব যেখানে দেখার চেষ্টা করা হবে যে, অনুমিতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান না পরামর্শ জ্ঞান কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায় দর্শনে হেতু, ধর্ম, সাধন, লিঙ্গ সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গদর্শন, লিঙ্গ (হেতু)ও লিঙ্গীর(সাধ্য) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান ও পরামর্শ থেকে অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে এগুলি সবই অনুমিতির কারণ। কিন্তু সবগুলিই অনুমিতির করণ নয়।

প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্তিক' গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রথম লিঙ্গ দর্শন থেকে চরম লিঙ্গ পরামর্শ পর্যন্ত সমস্তই অনুমিতির করণ হওয়ায় তা অনুমান প্রমাণ। কিন্তু তার মধ্যে চরম লিঙ্গ পরামর্শই মুখ্য অনুমান প্রমাণ। কারণ লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞানের পরক্ষণেই অনুমতি জ্ঞান জন্মায়। তিনি বলেন অনুমিতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমেয় পদার্থের ব্যাপ্তিস্মরণের অব্যবহিত পরেই অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তার জন্য লিঙ্গপরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান প্রমাণ। তিনি আরো বলেছেন যে, লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হওয়ায় প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়বের মধ্যে চতুর্থ অবয়ব উপনয় বাক্যও সার্থক হয়। কারণ তার দ্বারাই পরার্থ অনুমতি তার দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞান জন্মায়। এবং পরার্থ অনুমিতি জ্ঞান হয়।[১৭]

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল অন্নংভট্ট নিজে নব্য নৈয়ায়িক হয়েও যেন তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে উদ্দ্যোতকারের মতেরই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন-"স্বার্থানুমিতি পরার্থানুমিত্যোঃ লিঙ্গপরামর্শঃ এব করণম্। তস্মাৎ

লিঙ্গপরামর্শঃ অনুমানম্"[১৮]। অর্থাৎ স্বার্থানুমিতি ও পরার্থানুমিতি জ্ঞানের করণ হল লিঙ্গপরামর্শ। এই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান প্রমাণ।

তবে মীমাংসকরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেন, অনুমিতির জন্য পরামর্শ জ্ঞান স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। যেমন, 'পর্বত ধূমবান' এরূপ পক্ষধর্মতা জ্ঞানের পর 'ধূম বহ্নিব্যাপ্য'এরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়।, কিন্তু 'পর্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান'- এরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয় না, সেখানে উক্ত পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যাপ্তিস্মরণ এর দ্বারাই অনুমতি হয়ে যায়। সুতরাং পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যক্তি জ্ঞান, অনুমিতির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। এবং এখানে পরামর্শের কোন প্রয়োজন হয় না। তাই অনুমিতির জন্য পরামর্শ স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়। এর উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে পরামর্শ জ্ঞান থাকেনা ঠিকই। কিন্তু লাঘবের জন্য ওইসব অনুমতির ক্ষেত্রেও পরামর্শকে স্বীকার করতে হবে। কারণ তা না হলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান পর্বতঃ' অপরের নিকট এরূপ বাক্য শুনে পর্বতে বহ্নির যে অনুমতি হয় তা শাব্দপরামর্শ জন্য অনুমিতি । এবং এই অনুমিতির ক্ষেত্রে পরামর্শ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। তাই তিনি দীপিকা টীকায় বলেছেন-"ননু ব্যাপ্তিস্মৃতি পক্ষধর্মতাজ্ঞানাভ্যাম্ এব অনুমিতিসম্ভবে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গপরামর্শঃ কিমর্থং অঙ্গীকর্তব্য ইতি চেৎ ন। বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ম্ ইতি শাব্দপরামর্শস্থলে পরামর্শস্য আবশ্যকতয়া লাঘবেন সর্বত্র পরামর্শস্য এব কারণত্বাৎ"[১৯]। উদ্দ্যোতকরকে অনুসরণ করে 'তর্কভাষা' গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলেছেন" "লিঙ্গপরামর্শোহনু-মানং"[20]। আবার নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশও 'কারকচক্র' গ্রন্থে একই মত ব্যক্ত করেছেন। আবার 'দীপিকাপ্রকাশ' টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণমিতি মতে তু পরামর্শ এব করণমিতি ধ্যেয়ং"[২১]।

অন্যদিকে আরেকজন প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য শুধুমাত্র লিঙ্গকে অনুমিতির করণ বলেছেন। তিনি লিঙ্গকে করণ বলায় বোঝা যায় তিনি জ্ঞেয়মান লিঙ্গকেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু অন্নংভট্ট এর বিরোধিতা করে দীপিকাটীকায় বলেছেন -"লিঙ্গং ন করণম্। অতীত-অনাগতাদৌ ব্যভিচারাৎ"।[22] অর্থাৎ লিঙ্গ করণ হতে পারে না তাহলে ব্যভিচার দোষ ঘটবে। কেননা লিঙ্গকে অনুমিতির করণ বললে বর্তমানকালে উপস্থিত লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হলেও অতীত ও ভবিষ্যৎ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হবে না। কেননা অনুমিতি কালে অতীত ও ভবিষ্যৎ লিঙ্গ উপস্থিত থাকে না তাই ব্যভিচার দোষ ঘটবে।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট, কেশব মিশ্র, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ,ও নীলকণ্ঠ মহাশয় প্রমূখ ন্যায় দার্শনিকগণ করণের -"ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্" অর্থাৎ চরম কারণেই করণ ।এই লক্ষণকে অনুসরণ করে লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন। অর্থাৎ পরামর্শই হল অনুমান প্রমাণ।

অন্যদিকে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর 'পরামর্শ' গ্রন্থে বলেছেন, লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ হতে পারে না। তিনি বলেন অনুমতি হল ব্যাপ্তিবিশিষ্ট -পক্ষধর্মতা-জ্ঞান জন্য জ্ঞান। অর্থাৎ তার মতে অনুমিতির জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্মতা জ্ঞান, এবং পরামর্শ জ্ঞান আবশ্যক হলেও অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান। এবং পরামর্শ হল তার ব্যাপার। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হল অনুমান প্রমাণ। অর্থাৎ তিনি এখানে "ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্"। এই লক্ষণ অনুসারে লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ হতে পারে না। কেননা পরামর্শ অনুমিতি জ্ঞানে কোন ব্যাপারকে অপেক্ষা করেনা, তাই তা নির্ব্যাপার। কিন্তু এখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ নামক ব্যাপার দ্বারা অপেক্ষিত হয়। এবং তারপরেই অনুমতি জ্ঞান জন্মায়। সেই জন্য ব্যাপ্তি হল ব্যাপারবিশিষ্ট। তাই এই ব্যাপারবিশিষ্ট ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ।[২৩]

পরে রঘুনাথ শিরোমণি 'দধিতি টীকায়' নিজ মত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, সর্বত্র অনুমিতি কর্তার মনই অনুমিতির করণ। কিন্তু নব্য ন্যায় এ এই মত গুরুত্ব পাইনি। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ভাষা পরিচ্ছেদের অনুমান খন্ডে বিশ্বনাথ অনুমিতির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ, করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ। অনুমায়াং, জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং নহি।।"[২৪] অর্থাৎ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে, অনুমানের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল ব্যাপার এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানই করণ; লিঙ্গকে করণ বলা যায় না। এই মতকে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— "অনুমিতিং ব্যুৎপাদয়তি-ব্যাপারত্বিতি। অনুমায়ামনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং, পরামর্শো ব্যাপারঃ"[২৫]। অর্থাৎ যে উপাদান অনুমিতিকে উৎপন্ন করে, সেটাই ব্যাপার; এবং অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ হিসেবে কাজ করে, আর পরামর্শ হল সেই কার্য-উৎপাদক ব্যাপার। সুতরাং এই মতে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান মুখ্য কারণ বা করণ, আর পরামর্শ সেই হল মুখ্য কারণের ব্যাপার।

পরবর্তীতে অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজধ্বরীন্দ্র 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে বলেছেন-"অনুমিতি-করণঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানম্। তৎ-সংস্কারোহবান্তরব্যাপারঃ। ন তু তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শো অনুমিতৌ করণম্, তস্য অনুমিতি-হেতুত্ব-অসিদ্ধ্যা তৎ-করণত্বস্য দূর-নিরস্তত্বাৎ।।"[২৬] অর্থাৎ অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার হল অন্তর্বর্তী ব্যাপার। কিন্তু, তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলা যায় না। কারণ পরামর্শকে অনুমিতির প্রকৃত কারণ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। তাই তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য।

এছাড়াও কুমারিল ভট্টও তাঁর 'শ্লোকবার্ত্তীক' গ্রন্থে ধূম, ধূমজ্ঞান ও ধূমে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের স্মরণই মুখ্য, গৌণভাবে অনুমিতির কারণ, লিঙ্গ পরামর্শ অনাবশ্যক। এবং মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকর মিশ্রও বলেছেন লিঙ্গ দর্শন ও ব্যাপ্তি স্মরণ এই দুয়ের পরে অনুমিতি জ্ঞান জন্মায়। আরও অনেক সম্প্রদায় এই মত সমর্থন করেছেন। শ্রীধর ভট্টও 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে ব্যাপ্তি স্মরণকে অনুমিতির করণ বলেছেন।[২৭]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ এবং অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, এরা সকলেই -"ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্" করণের এই লক্ষণ অনুযায়ী ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতি জ্ঞানের করণ বলেছেন। এবং পরামর্শকে ব্যাপার বলেছেন। কিন্তু মীমাংসক সম্প্রদায়ের কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র এবং শ্রীধর ভট্ট এদের মতে, পরামর্শজ্ঞান অনাবশ্যক হলেও কোন না কোনভাবে ব্যাপ্তজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে ন্যায় দর্শনে অনুমিতি জ্ঞানের করণ নির্ধারণ একটি গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যা, যার সমাধান নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ন্যায় মত অনুসারে— বিশেষত উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট (প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিতে), কেশব মিশ্র, ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ এবং নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্যগণ "ফলযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন কারণং করণং" এই লক্ষণ গ্রহণ করে লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির প্রত্যক্ষ করণ বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের মতে, পরামর্শ জ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুমিতি উৎপন্ন হয়, তাই সেটিই করণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে নব্য ন্যায় মতানুসারে— গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ শিরোমণি (আংশিকভাবে), তদুপরি অদ্বৈতবাদী ধর্মরাজধ্বরীন্দ্র, প্রমুখ দার্শনিকগণ "ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণই করণ" এই লক্ষণ অনুসরণ করে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির প্রকৃত করণ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরামর্শকে তার ব্যাপার হিসেবে ব্যাখ্যা

করেছেন। তবে মীমাংসক কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্র, এবং শ্রীধর ভট্ট এদের মতে, পরামর্শজ্ঞান অনাবশ্যক হলেও ব্যাপ্তজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

এই সমালোচনামূলক আলোচনার পর বলা যায় যে অনুমান প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ উভয়ই অপরিহার্য হলেও করণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ভর করে করণ-লক্ষণ গ্রহণের উপর। তথাপি নব্য ন্যায়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ব্যাপারসহ অসাধারণ কারণ হিসেবে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অধিক যুক্তিসংগতভাবে অনুমিতির করণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, আর পরামর্শ সেই করণের অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র:

---

১ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৬।

২ তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫২।

৩ তদেব পৃ. ১৫২।

৪ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬২।

৫ তদেব, পৃ. ২৯০।

৬ বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৭২।

৭ তদেব পৃ. ৭২।

৮ তদেব. পৃ. ৭৩

৯ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৬০ ।

১০ বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০৬।

১১ তদেব পৃ. ১০৬।

১২ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৯।

১৩ তদেব পৃ. ৩৮১।

১৪ বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১০৭।

১৫ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬২।

১৬ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫৭ ।

১৭ তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫৯।

১৮ গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯৫।

[১৯] বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১৬।

[২০] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫৯।

[২১] তদেব পৃ. ১৫৯।

[২২] বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১৬।

[২৩] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৬০।

[২৪] ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। ভাষা-পরিচ্ছেদ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩১১।

[২৫] তদেব পৃ. ৩১১।

[২৬] চক্রবর্তী, লোকনাথ। বেদান্ত-পরিভাষা। সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৬১।

[২৭] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৬২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, লোকনাথ। বেদান্ত-পরিভাষা। সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৯।

২. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ (অধ্যাপনাসহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

৩. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ভাষ্যায়ন ভাষ্য ও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৮।

৪. বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)। মিত্রম, কলকাতা, ২০১৯।

৫. ভট্টাচার্য, গোপীনাথ। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা। অনুবাদ: ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০১৫।

৬. ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। ভাষা-পরিচ্ছেদ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬।

৭. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।